মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ৭১টি অমর বাণীর সংকলন

কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা

কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব সফল করে তুলুন। বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন।

কৃষি মন্ত্রণালয়

আপনারা চেষ্টা করেন যাতে গ্রামের দিকে যেয়ে গ্রামকে উন্নত করা যায়। কৃষকদের উন্নত করা যায়।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা

কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব সফল করে তুলুন। বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন।

(Sheikh Mujibur Rahman)
23.10.73

কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০
মুদ্রণ সংখ্যা: বিশ হাজার কপি

ডিজাইন ও মুদ্রণ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
কৃষি মন্ত্রণালয়ের
বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ

"আমার
চাওয়া-পাওয়ার
কিছু নেই, হারাবারও
ভয় নেই। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে
মর্যাদা ও ভালোবাসা দিয়েছে, তাদের
কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। তাদের জন্য
যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করব, জীবন
দিতেও আমি প্রস্তুত।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমরা গর্বিত

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শু ভে চ্ছা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষির উন্নয়নে তাঁর ভাবনা ও প্রদত্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট ৭১টি অমর বাণী সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি অন্তপ্রাণ ও কৃষকবান্ধব। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ পুনর্গঠন করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কৃষি উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লব তথা সবুজ বিপ্লবের। কৃষি বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং সম্প্রসারণের দিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি উন্নয়নে নানা ধরনের কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এখন লক্ষ্য হলো পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন। আর এ উদ্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮' এর অন্যতম অঙ্গীকার 'পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা' প্রদান করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ প্রকাশনা কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে আরও গভীরভাবে বুঝতে এবং চলমান কৃষি উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে সহায়তা করবে। এ পুস্তিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

মুখবন্ধ

বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শব্দগুলো এক ও অভিন্ন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহু ত্যাগ আর দীর্ঘ সংগ্রামের রক্তস্নাত পথ অতিক্রম করে শোষণ, বঞ্চনা আর পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলার কৃষকের প্রতি জাতির পিতার ছিল গভীর মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার কৃষক, মজুর, মেহনতি মানুষের জীবনকে বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছেন খুব কাছ থেকে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন কৃষকই এদেশের প্রাণ এবং কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব। এজন্যই সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষিতে নেয়া হয়েছিল যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। শুরু হয়েছিল কৃষিতে উন্নয়ন আর আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে নানা উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ। উন্নয়নের অব্যাহত অভিযাত্রায় বাংলার কৃষি এখন বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের এ জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই। তিনিই বাংলার আধুনিক কৃষির স্বপ্নদ্রষ্টা।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে কৃষি সংশ্লিষ্ট তাঁর ৭১টি অমর বাণী সংকলন করা হলো।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

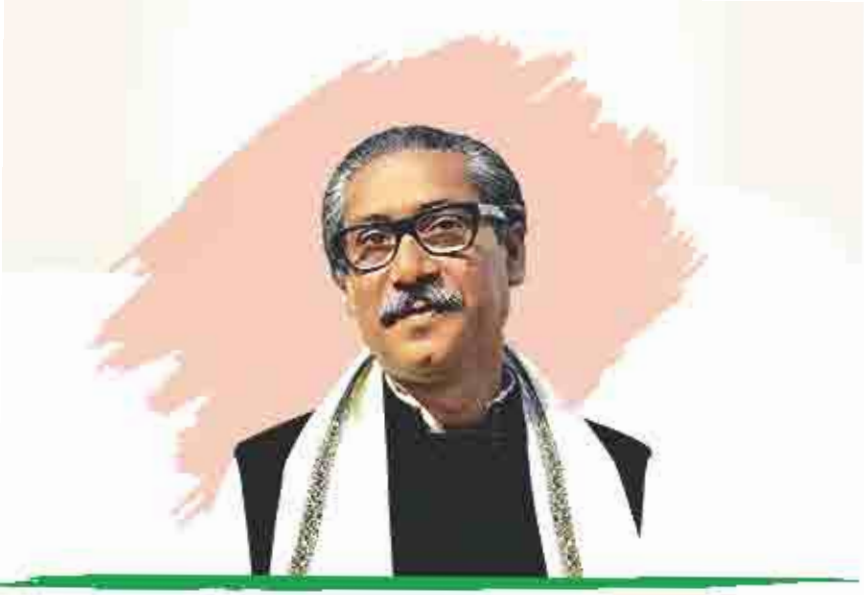

“

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক।

”

“আমাদের সমাজে চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।”

প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা
ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আমি তোদের পদমর্যাদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস।

“ আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন স্যাভসিস্টেমে আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি। ”

খাদ্য শুধু চাউল, আটা নয়;
মাছ, মাংস, ডিম, দুধ,
তরিতরকারিও আছে।

“

কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে
আমি জানি শোষণ কাকে বলে।

”

"নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য।"

অনেক আগে কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছি। ৫০০ কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট বাজেট করেছিলাম এবং ১০১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নের জন্য দিয়েছি।

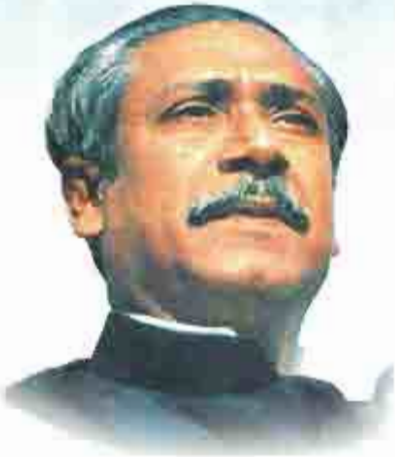

"দেশে কৃষি বিপ্লব সাধনের জন্য কৃষকদের প্রতি কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। জনগণের ঐক্যবদ্ধ কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠনের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে।"

“ফ্র্যাগম্যানটেশান অব ল্যান্ড দেশে আছে সে কারণে কালেকটিভ ফার্মের দিকে যদি না যাওয়া যায় তবে অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে না। সেদিকে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।”

"স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন আপনাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। আজও আমি আপনাদের সহযোদ্ধা হিসেবে আপনাদের পাশে আছি। দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।"

“কঠোর পরিশ্রম করে
উৎপাদন বাড়াতে হবে।”

“এই বাংলা থেকে ২৩ বছরে
৩ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমারা
আমার কৃষকের কাছ থেকে
পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।”

"দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, তারা কাজ করছে, ক্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, কৃষক ভাইয়েরা সবাই কাজে অ্যাডভান্স করেছে, দেশের মানুষও এগিয়ে এসেছে। ইনশাআল্লাহ্ আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি।"

প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কারখানাসমূহে যে সার উৎপাদন হবে, তা দিয়ে শুধু দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, আমরা তা বিদেশেও রফতানি করতে পারব।

আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

"আমার পাটের দাম নাই, আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর আমি যখন কিনে আনি, যারা বড় বড় দেশ, তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না।"

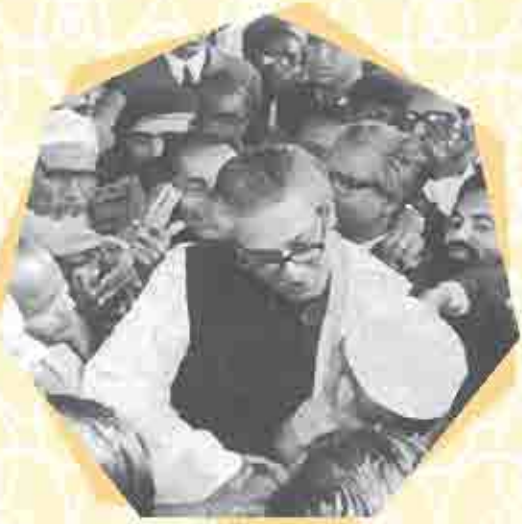

খাজনা মাফ করেছি, ফসল দিতে হবে। প্রত্যেকটা বিঘায় এক মণ করে যদি ফসল আমাকে বেশি দেন-দ্যাখেন বাংলাদেশ হাসে কি হাসে না।

"

আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি, যেখানে তিন বৎসর বন্যা হয়, এক বৎসর ফসল হয়, নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এর জমি, আর অন্য সব জমি এক পর্যায়ে দেখতে চাই, তাহলে অসুবিধা হবে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে, কোন জায়গায় কত পরিমাণ ফসল হতে পারে।

"

"আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকোনমিক সিস্টেম গড়তে হবে।"

"

বেশি শস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

"

দুনিয়া ভরে চেষ্টা করেও আমি চাউল কিনতে পারছি না। চাউল পাওয়া যায় না। যদি চাউল খেতে হয় আপনাদের চাউল পয়দা করে খেতে হবে।

“

কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে
আগাতে পারলে আমাদের কৃষির
উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুটিই
মাত্রা পাবে, সমৃদ্ধ হবে।

”

নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদন করব।

“আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না।”

“

আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

”

"পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া যায় তবে ঘনির্ভর হোন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান।"

“বাংলাদেশের যে আয় সেটুকু এখন আর শহরমুখো না হয়ে গ্রামমুখো হবে যাতে কৃষকদের উন্নতি বেশি হয়।”

“যেখানে খাল কাটলে পানি হবে সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান।”

“কৃষি বিপ্লব করতে চাই। আপনাদেরও একটু গ্রামমুখী হওয়া দরকার।”

"করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুররা করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।"

"কৃষকদের বাঁচাতে হবে। উৎপাদন করতে হবে। তা না হলে বাংলাকে বাঁচাতে পারবেন না।"

“একটি পরিবার মাত্র ১০০ বিঘা সম্পত্তি রাখতে পারবে। প্রয়োজনবোধে এটা আরো কমানো হতে পারে। বিভিন্ন পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া বাড়তি জমি এবং সরকারের হাতের খাস জমি সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে।”

আমি তো গ্রামেরই ছেলে। গ্রামকে আমি ভালোবাসি।

বাংলাদেশের
খাবার না খেলে আমার
তৃপ্তি কোনো দিনই হয়
নাই।

“ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।”

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

“বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটা করে কো-অপারেটিভ হবে, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে। এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার আওতায় থাকবে বেকার প্রত্যেকটি মানুষ। যে মানুষ কাজ করতে পারে।”

"বর্তমান সরকার অতীতের সরকারগুলোর মতো নয়। এ সরকার জনগণের সরকার। এ সরকার বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সরকার। আমাদের এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যে সমাজে এই কৃষকেরা, এই শ্রমিকরা, এই ক্ষুধার্ত জনগণ আবার হাসতে পারবে।"

“সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে।”

আমি চাই আমার জনগণ হাসুক, আনন্দ করুক, পেট ভরে ভাত খাক। আমার জনগণ মানুষের মতো বাস করুক, সুস্থ, সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে উঠুক।

কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের
বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য।

আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না।

“একদিন এই ময়দানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেব। তা আমি দিয়েছি।”

এই বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য সবারই এখন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। লবণাক্ত পানি এসে যাতে কৃষি জমির ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে সবাইকে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

“আমাদের দেশের জমি এত উর্বর যে বীজ ফেললেই গাছ হয়, গাছ হলে ফল হয়। সেদেশের মানুষ কেন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে।”

কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব সফল করে তুলুন। বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন।

"

ঘাটতি পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের নীতি আমরা গ্রহণ করেছি, একথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। দেশের খাদ্য দেশে মজুদ করে দুঃসময়ে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষক ভাইয়েরা এ ব্যাপারে যাতে সরকার নির্ধারিত মূল্য পান এবং কোনো প্রকার হয়রানির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হয়, তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।

"

শতকরা ৯০ জন কৃষক গ্রামে বাস করে। গ্রামের দিকে যেতে হবে। আমার ইকোনমি যদি গণমুখী না করতে পারি এবং গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, সমাজতন্ত্র কায়েম হবে না, কৃষি বিপ্লব হবে না।

"

বাংলাদেশে কেউ না খেয়ে মরবে না, সবাই এদেশে সুখী ও তৃপ্ত জীবনযাপন করবে।

"

কৃষি বিপ্লবের কথা বলছি। আমাদের নজর গ্রামের দিকে দিতে হবে। কৃষকদের রক্ষা করতে হবে।

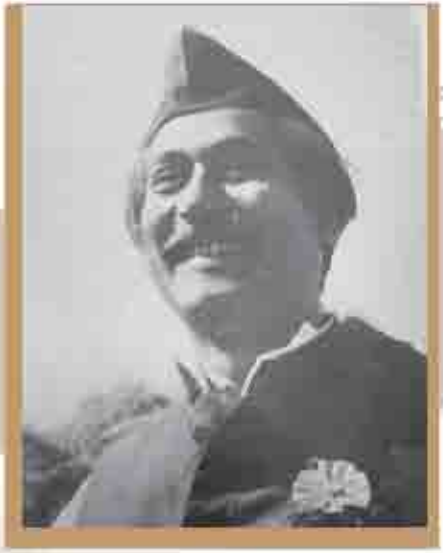

শুধু কাগজে-কলমে আর বই পড়েই কৃষি কাজ হয় না। গ্রামে যেয়ে আমার চাষী ভাইদের সঙ্গে বসে প্রাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে।

“

বন্যার পর চাষী ভাইয়েরা যাতে তাড়াতাড়ি
আবার ধান বুনে ফসল ফলাতে পারেন
সেজন্য কৃষি বিভাগ এবং আমার বিশেষ
ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য দিয়েছি।
দরকার হলে আরো দেয়া হবে।

”

আমি দেব কোত্থেকে? আমার যে কিছুই নেই। তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের জন্য যা পারি, দিয়েছি। আমি সুদসহ খাজনা মাফ করে দিয়েছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে।

ভাইয়েরা আমার, যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে, আপনারা জানেন। আমি সমস্ত জনসাধারণকে চাই যেখানে রাস্তা ভেঙে গেছে, নিজেরা রাস্তা করতে শুরু করে দাও। আমি চাই জমিতে যাও, ধান বুনাও।

পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাটসম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।

যারা গ্রামে বাস করে, তারাই কৃষক। তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। তাদের আমি ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ করেছি। তাদের আমি ঋণ দিচ্ছি। দরকার হলে আরো দেব। আমি চাই, তারা খাদ্য উৎপাদন করুক।

"কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই আমাদের দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।"

আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ্, এদিন থাকবে না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে– যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট-পরা, কাপড়-পরা ভদ্রলোক, তাদের কাছেও চাই– জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব, ইনশাআল্লাহ, হবে না। কারো কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না।

সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সত্য কথা বলতে কি বাংলার মাটি, এ উর্বর জমি বার বার দেশ বিদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ও শোষকদের টেনে এনেছে এ বাংলার মাটিতে।

আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিন গুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি, তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না।

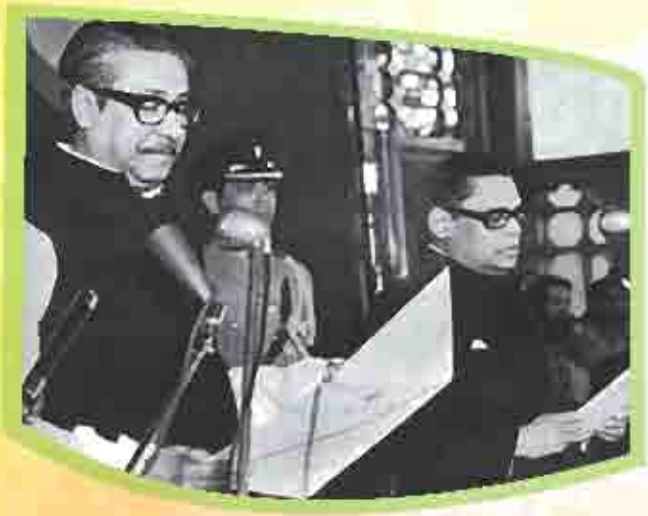

এ
স্বাধীনতা
আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে
যদি আমার বাংলার মানুষ
পেট ভরে ভাত না
খায়।

আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

সকলকে কাজ করে প্রোডাকশন করতে হবে। খেতে খামারে কাজ না করলে কেউ জমির ওপর থাকতে পারবে না। সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।

আমাদের কৃষকেরাও
আজকে কাজ করছে। কৃষি
প্রোডাকশন এগিয়ে গেছে।

গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যত দিন হাসি না ফুটবে তত দিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশে কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।

Let us together create a world that can eradicate proverty, hunger, war and human sufferings and achieve global peace and security for the well being of humanity.